লোক প্রশাসন সাময়িকী
৭ম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৯৬, আশ্বিন ১৪০৩

# পিএটিসিতে বৃক্ষরোপণের নেপথ্যে

এ. জেড. এম. শামসুল আলম*

১.০ ভূমিকা ঃ

সাভারে অবস্থিত বাংলাদেশ লোক–প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য স্থাপিত শীর্ষ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। এখানে ২৯টি ক্যাডার এবং ক্যাডার বহির্ভূত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। নবনিযুক্ত কর্মকর্তাদের জন্য চার মাসের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ থেকে শুরু করে মধ্য সোপান এবং যুগ্ম–সচিবদের তিন মাসব্যাপী উচ্চতর প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয় এই কেন্দ্রে। সচিব, অতিরিক্ত সচিব এবং বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাদের সেমিনার ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয় এখানে।

সাবেক প্রশাসনিক স্টাফ কলেজ, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশন (নিপা), সিভিল অফিসার্স ট্রেনিং একাডেমী (কোটা), এবং স্টাফ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট বিলুপ্ত করে ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের জনবল, আসবাবপত্র, অভিজ্ঞতা ও সম্পদ নিয়ে নতুন নামে ১৯৮৪ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ লোক–প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

১.২ সাবেক কোটা, নিপা ও ষ্টাফ কলেজ ভেঙ্গে নতুন এবং উন্নততর আঙ্গিকে লোক–প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়তে সরকারের ব্যয় হয়েছে ৪২ কোটি টাকারও বেশী, তার প্রায় অর্ধেক বিশ্বব্যাংকের ঋণ।

১.৩ বাংলাদেশ লোক–প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভূমি দখল ও ভূমি উন্নয়নের কাজ শুরু হয় ১৯৭৮ সনে। মরহুম রফিকুল্লাহ চৌধুরী (প্রাক্তন সিএসপি) ছিলেন এই প্রকল্পের প্রথম প্রজেক্ট ডাইরেক্টর। ১৯৮১ সনের ৩১ শে ডিসেম্বর সাভারে কেন্দ্রের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন সাবেক মহামান্য রাষ্ট্রপতি মরহুম বিচারপতি আবদুস সাত্তার। তখন প্রকল্প পরিচালক ছিলেন জনাব হোসেন তৌফিক ইমাম। জনাব আহবাব আহমদ এবং ডঃ তৌফিক ইলাহী চৌধুরী, স্বল্প সময়ের জন্য পিএটিসি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ছিলেন ১৯৮৪ সনে।

১.৪ বিভিন্ন কারণে কেন্দ্রের উন্নয়ন কাজ অত্যন্ত শ্লথ গতিতে চলতে থাকে। বিষয়টি অবগত হয়ে রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ হুকুম দিলেন নির্মীয়মান

---

* রেক্টর, বাংলাদেশ লোক–প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

কেন্দ্রটিতে প্রশিক্ষণ প্রদানে আর বিলম্ব করা যাবে না। যদিও কেন্দ্র চালু করার সম্ভাব্য তারিখ ছিল ১৯৮৫ সনের শেষ দিকে, রাষ্ট্রপতির নির্দেশে ৫ এপ্রিল ১৯৮৪, বাংলাদেশ লোক -প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র অধ্যাদেশ ১৯৮৪ জারী হয় এবং ২৮ এপ্রিল ১৯৮৪ তারিখ হতে কেন্দ্রের কার্যক্রম শুরু হয়। রাষ্ট্রপতি ৩ মে ১৯৮৪ তারিখে বাংলাদেশ লোক–প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, এর উদ্বোধন করেন। এর মধ্যে কেন্দ্রের অফিস ভবন, শ্রেণীকক্ষ এবং ডরমিটরি অনেকাংশেই নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের জন্য ফ্ল্যাট নির্মাণ হয়নি। ফলে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অনেককেই সার্ভিস বাসে করে সাভারে যেতে হতো।

২.০ বিপিএটিসি'তে বৃক্ষরোপণ ও অর্থ বরাদ্দ

২.১ বাংলাদেশ লোক–প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রকল্পে বৃক্ষরোপণের জন্য বরাদ্দ ছিল ১ লক্ষ টাকা সংশোধিত প্রকল্পে তা ৫ লক্ষ টাকায় বৃদ্ধি করা হয়। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক উদ্বোধন উপলক্ষে কেন্দ্রটি বৃক্ষশোভিত করতে প্রাথমিকভাবে বরাদ্দকৃত এক লক্ষ টাকার প্রায় সব শেষ হয়ে যায়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের দিন রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ কেন্দ্রের একটি বিশেষ স্থানে স্বহস্তে একটি বকুল গাছের চারা রোপণ করেন।

২.২ এক লক্ষ টাকার বরাদ্দ কিভাবে ৫ লক্ষ হল তার বিবরণ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বিভিন্ন কারণে এবং বিভিন্নভাবে কেন্দ্র উদ্বোধনের সময় যে সমস্ত গাছের চারা লাগানো হয়েছিল তার অনেকগুলি মরে যায়। রাষ্ট্রপতি বিরক্ত হয়ে এক সময় এটাকে মরুভূমি বলে উল্লেখ করেন এবং গাছ পালা না দেখতে পেয়ে কর্মকর্তাদেরকে ভর্ৎসনা করেন। রাষ্ট্রপতির বিরাগভাজনের পর আইএমইডিও সতর্ক হয়। তারা বিষয়টির প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে এবং প্রতিবেদনে উল্লেখ করে যে, লক্ষ টাকায় রোপিত গাছপালার কিছুই দেখা যায় না।

২.৩ আইএমইডির প্রতিবেদন, অন্যান্য খবরাখবরে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় সতর্ক হয়। লক্ষ টাকা ব্যয়ে রোপিত বৃক্ষের অকাল মৃত্যুতে কর্মকর্তাগণ শোকাহত হন। এই শোকাবহ ঘটনার তদন্ত করার জন্য গঠিত হয় উচ্চ পর্যায়ের পেশাজীবী তদন্ত কমিটি। কমিটি বিষয়টি তদন্ত করে বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করেন। জনাব মুজিবুল হক আমাকে (লেখককে) জিজ্ঞাসা করলেন, পিএটিসি প্রকল্পের বৃক্ষায়নের জন্য যে এক লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে, তাতে কয়টি বৃক্ষ এখনও জীবন্ত আছে? আমি জবাবে জানালাম কিছু গাছ আছে, তবে সংখ্যা উল্লেখ করার মত নয়। প্রতিটি বৃক্ষের রোপণ ব্যয় কত হবে তা তিনি জানতে চাইলেন। নির্লজ্জ না হয়ে বলার মত তথ্য হাতে ছিল না। তাই আমলাসুলভ যুক্তিতে বিষয়টাকে হালকা করার লক্ষ্যে বললাম, যেহেতু বিপিএটিসি একটি 'সেন্টার অফ এক্সেলেন্স' এবং শীর্ষ স্থানীয় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, তাই এর প্রতিটি বৃক্ষের জন্য ব্যয়ও শীর্ষ অঙ্কের হওয়া স্বাভাবিক এবং তাই হয়েছে।

২.৪ পিএটিসি কমপ্লেক্সে বৃক্ষরোপণ সম্পর্কে আইএমইডি কর্তৃপক্ষের বিরূপ মন্তব্য সূচক একটি রিপোর্ট পরিকল্পনা কমিশনে ছিল। প্রতিবেদনে বলা হয়, লক্ষ টাকা ব্যয়ে রোপিত বৃক্ষের একটিও তদন্ত টীম দেখেন নি। কথাটি ছিল অতিরঞ্জিত। লক্ষ টাকা ব্যয়ে রোপিত বৃক্ষের কয়েকশত জীবিত ছিল, কিন্তু এত গাছ মরে গিয়েছিল যে, ৫৫ একর জমিতে জীবিত গাছ খুঁজে বের করতে হতো। বৃক্ষরোপণ খাতে একলক্ষ টকার স্থলে দশ লক্ষ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাবে পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য জনাব মজিবুল হক আমার প্রতি বেশ ক্ষুব্ধ হলেন।

২.৫ ভর্ৎসনামূলক কিছু মন্তব্য করে তিনি আমাকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন, "শামসুল আলম, এরূপ অপচয়ের পরিপ্রেক্ষিতে বৃক্ষরোপণের জন্য অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করা কি সংগত মনে কর?" একটু চুপ থেকে হ্যাঁ সূচক জবাবই দিলাম। আবারো আমার জবাবে তিনি আশ্চর্য হলেন। দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন পিএটিসিতে বৃক্ষরোপণের জন্য অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ তিনিও সঙ্গত মনে করতে পারেন–এরূপ কোন একটি যুক্তি আমি তাকে দিতে পারি কিনা। যদি আমার আস্তিনে সেরূপ যুক্তি থাকে তবে তিনি ১০ লক্ষ টাকাই বরাদ্দ করবেন এরূপ আশ্বাসও দিলেন।

বৃক্ষরোপণের পক্ষে উমেদারির চিরাচরিত যুক্তি ছাড়া তার গ্রহণযোগ্য হতে পারে এরূপ যুক্তি আমি তেমন একটা খুঁজে পেলাম না। তাই, অগত্যা বিষয়টি আমার ঘাড়ের উপর তুলে পার্সোনাল করে নিলাম।

২.৬ আমি দু'টি যুক্তি ব্যাখ্যাসহ পেশ করলাম। প্রথমটি হলো, সত্য প্রকাশে ধানাই–পানাই করার অভ্যাস আমার নেই। পিএটিসি প্রকল্পের বহু বিষয়ই আমার জন্য বিব্রতকর হলেও তা আমি যে কোন পর্যালোচনা সভাতেই চাপা দিইনি। দ্বিতীয়ত, আমার চাওয়া ১০ লক্ষ টাকা আগে বরাদ্দকৃত ১ লক্ষ টাকার ন্যায় অপব্যয় হবে না–এই আস্থা আমার উপর যদি পরিকল্পনা কমিশনের মাননীয় সদস্যের থাকে, তাহলে টাকা তিনি বরাদ্দ করতে পারেন। এ ছাড়া আমার আর কোন সঙ্গত যুক্তি নেই।

২.৭ আমার যুক্তিগুলো মজবুত ছিল না। কারণ, উক্ত সভার এক মাসের মধ্যেই আমি অন্য অফিসে বদলি হয়ে যেতে পারতাম। সিস্টেম যদি কাজ না করে, তবে ব্যক্তির ওপর আস্থা রেখে অর্থ বরাদ্দ খুব বেশী সমীচীন হয় না।

২.৮ যা হোক, আমার এ দু'টি যুক্তির পর জনাব মুজিবুল হক আর কিছু বললেন না। কারণ, তাঁর নিজেরও বেশ বৃক্ষ–প্রীতি ছিল। কয়েক সেকেন্ড তিনি চুপ করে থাকলেন। হয়তো এক মিনিটও হতে পারে। তারপর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন পিএটিসি প্রকল্পের বৃক্ষায়নের জন্য আগের এক লক্ষ টাকা সহ মোট বরাদ্দ ৫ লক্ষ টাকা। এই বলে প্রকল্প ব্যয়ের পরবর্তী আইটেম চলে গেলেন।

২.৯ বিনা তর্কযুদ্ধে এবং তাঁর সুতীক্ষ্ণ তিরস্কারে ক্ষত বিক্ষত না হয়ে অর্ধেক বিজয় লাভ করলাম। বুঝলাম, আমার প্রতি তাঁর ৫০% আস্থা রয়েছে। আরও বেশী আস্থা

থাকলে হয়তো তিনি আরও বেশী বরাদ্দ করতেন। আমরা জুনিয়র সহকর্মীরা ছিলাম তাঁর প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। কারণ, তাঁর সিদ্ধান্ত হতো সঠিক।

২.১০ আমার প্রতি আস্থা রেখে তিনি যে ৫০% অর্থ বরাদ্দ করেছিলেন, তারও ৫০% অর্থ অপব্যয় হয় অথবা অতিরিক্ত ব্যয় হয়। আমাদের সামাজিক এবং প্রশাসনিক পরিবেশ এমন প্রতিকূল যে ইচ্ছে থাকলেও ১০০% সফল হওয়া অসম্ভব। বাস্তব অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রাজ্ঞ প্রশাসক জনাব মুজিবুল হক এই সত্যটি আমার চেয়ে অনেক বেশী অবহিত ছিলেন।

৩.০ বৃক্ষমৃত্যু ও বৃক্ষ নাশের ইতিবৃত্ত

৩.১ গাছ লাগাবার দায়িত্ব ছিল গণপূর্ত বিভাগের আরবরিকালচার শাখার ওপর। সমস্যা দেখা দিল নতুন রোপিত গাছগুলোর পরিচর্যা ও সংরক্ষণের। আমি প্রস্তাব করলাম, "পিএটিসি কর্তৃপক্ষ প্রকল্প বরাদ্দের টাকা দিয়ে নিজেরাই গাছ লাগাক।" পিএটিসি কর্তৃপক্ষ জানালেন, প্রকল্প বাস্তবায়নের সবটুকু দায়িত্ব প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসের, তাদের নয়। প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসের দায়িত্ব হলো গণপূর্ত বিভাগের মাধ্যমে কাজ করিয়ে নেয়া। গণপূর্ত বিভাগও সরাসরি গাছ লাগাবেন না। তারা গাছ লাগাবেন কন্ট্রাক্টরদের মাধ্যমে।

৩.২ গণপূর্ত বিভাগ কন্ট্রাক্টরদের মাধ্যমে গাছ লাগালেন। গাছ কিছুটা বড় হয় আবার মরে যায়। প্রকল্প পরিচালক হিসেবে বিষয়টি আমি গণপূর্ত বিভাগকে অবহিত করলে, তারা জানান "পিএটিসি'র ১০ জন মালি কন্ট্রাক্টর কর্তৃক রোপিত গাছকে পানি তো দেয়ই না বরং তারা এ চারা উপড়ে ফেলে, ভেঙ্গে ফেলে, কেটে ফেলে। তাদের এ সাহসের কারণ ছিল পিএটিসির উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে গণপূর্ত বিভাগের ও প্রকল্প পরিচালকের বৈরী সম্পর্ক। যা আমি প্রকল্প পরিচালক হিসেবে যোগ দেয়ার পর কিছুটা হ্রাস পায়। কিন্তু পূর্ব স্মৃতি বজায় থাকে।

৩.৩ পিএটিসি কর্তৃপক্ষ গণপূর্ত বিভাগের প্রায় সব কিছুতেই দোষ ধরেন। আর তাদের লাগানো গাছ টেকেনা একথা বলতে আনন্দ পান। পিএটিসির মালিরা রোপিত গাছ কতগুলো মরে গেছে তা দেখিয়ে মনে হয় পুলকিত বোধ করতো।

৩.৪ এই উদ্ভূত সমস্যার সমাধান কিভাবে হতে পারে তা আলোচনার জন্য গণপূর্ত বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে কথা হলো। তাদের কথা হলো যদি তারা নিজেদের লোক দিয়ে পাহারা না দেন এবং পরিচর্যা না করেন, তবে কোন গাছই পিএটিসিতে টিকবে না। বহু আলোচনার পর তাই করার সিদ্ধান্ত হলো। গণপূর্ত বিভাগ পিএটিসি কমপ্লেক্সে গাছ লাগানো এবং পাহারার জন্য ২২ জন মালি নিয়োগ করে। এই টাকাগুলো ছিল আমার মতে অনেকটা অপচয় এবং অপব্যয়। কিন্তু কাজ করার স্বার্থে এই অপচয় এবং অনেক অনিয়মও অনেক সময় বাস্তবতার খাতিরে মেনে নিতে হয়।

৪.০ বৃক্ষ-মৃত্যু সংক্রান্ত তদন্ত প্রতিবেদন

৪.১ গাছ নষ্ট হওয়ার অনিবার্য কারণগুলো তদন্ত কমিটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করে। সাথে সাথে এও উল্লেখ করে যে, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্যার অভাবও ছিল বৃক্ষনাশের অন্যতম কারণ। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সতর্কতা অবলম্বন করা হলে অনেক গাছই রক্ষা পেত বলে তদন্ত কমিটি উল্লেখ করে।

৪.২ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে রোপিত বৃক্ষনাশের জন্য কারা দায়ী, তা নির্ণয় করা কমিটির পক্ষে সহজ হয়নি। বাসস্থান নির্মাণ করা হয়নি বলে তখনকার দিনে কেউ পিএটিসিতে আসতে চাইতেন না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও যারা পোস্টিং পেতেন, তারাও যোগদানের পরে শুরু করতেন বদলির তদবির। ফলে কর্মকর্তাদের বদলি হতো অতি ঘন ঘন। গণপূর্ত বিভাগ অথবা পিএটিসি কর্তৃপক্ষ কখন্ কোন্ গাছ কিভাবে মরেছে তার কোন রেকর্ড রাখেনি।

৪.৩ বৃক্ষমৃত্যুর দায়িত্ব হতে কর্মকর্তারা অব্যাহতি পেলেন রেকর্ডের অভাবে। দায়িত্ব গিয়ে পড়ল পিএটিসির ১০ জন মালির ওপর। পিএটিসির কর্মকর্তা/কর্মচারিদের মধ্যে ছিল সমবেদনা এবং সহমর্মিতার অভাব। তদন্ত কমিটির সদস্যরা মনে করলেন, মালিরা আরও একটু সচেতন হলে তৈরি দালানের আশে পাশে যে গাছগুলো লাগানো ছিল তার অনেকগুলো রক্ষা করা যেতো। গাছগুলো লাগিয়েছিল গণপূর্ত বিভাগ।

৪.৪ তদন্তে বলা হলো এ গাছগুলো মরার পেছনে অন্যান্য কারণের মধ্যে মালিদের দায়িত্বহীনতা এবং অবহেলাও দায়ী। তত্ত্বাবধানে অবহেলার জন্য কর্মকর্তারা দায়ী। প্রতিবেদন পাওয়ার পর সংস্থাপন মন্ত্রণালয় দুঃখ প্রকাশ করলো। শোক সভা করলো। কিন্তু বৃক্ষহত্যার জন্য কোন আদম সন্তানকে শাস্তি দেওয়া সম্ভব হয় নি।

৫.০ বিপিএটিসি'র বকুল গাছটির ইতিহাস

৫.১ প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ পিএটিসিতে যে বকুল গাছটি লাগিয়েছিলেন তা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস বড় হতে থাকে। পল্লবিত বকুল গাছটি মুকুলিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। ২২ নভেম্বর ১৯৮৯, মহামান্য রাষ্ট্রপ্রতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ পিএটিসিতে নবম সিনিয়র ষ্টাফ কোর্স উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগ দেন। বকুল তলে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে নিয়ে তিনি ছবি তোলেন। সে ছবি যত্ন সহকারে পিএটিসিতে সংরক্ষিত হয়। বকুল গাছকে এবং রাষ্ট্রপতিকে সাক্ষী রেখে পিএটিসির প্রশিক্ষণার্থীরা দেশ সেবার মহান ব্রতে ব্রতী হন। এই বৃক্ষটি ছিল একটি ঐতিহাসিক বৃক্ষ।

৫.২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রোপিত বহু গাছ নষ্ট হলেও এই গাছটি পিএটিসির মালিরা যত্ন সহকারে সংরক্ষণ করে। ফলে তদস্থলে পুনরায় রাষ্ট্রপতিকে দিয়ে বকুল বৃক্ষ রোপণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়নি। আমি লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের রেক্টর বা প্রধান কর্মকর্তা হিসেবে যোগ দেই ১১ জানুয়ারী, ১৯৯০ তারিখে। আমার যোগ দেয়ার

কয়েক দিনের মধ্যেই একদিন ঝড়ে রাষ্ট্রপতির নিজ হাতে লাগানো বকুল গাছটি ভেঙ্গে যায়।

৫.৩ কাত হয়ে যাওয়া এবং ভেঙ্গে যাওয়া গাছটি রশি দিয়ে বেঁধে জোড়া লাগিয়ে বাঁচাবার ব্যর্থ চেষ্টা করা হলো। লাভ হয়নি। যেহেতু সাবেক রেক্টর সিদ্দিকুর রহমান সাহেব তাঁর নিজের হাতে লাগানো গাছের কথা রাষ্ট্রপতিকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন এবং সেই গাছের নিচে প্রশক্ষণার্থীদেরকে নিয়ে ছবি তুলেছিলেন, তাই ভাবলাম এরশাদ সাহেব পরে কখনো পিএটিসিতে আস্লে এ গাছটির কথা স্মরণ করবেন এবং গাছটি দেখতে না পেয়ে আমার প্রতি অগ্নিশর্মা হবেন।

৫.৪ পিএটিসিতে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছিল। এই মসজিদে কোন মিনার ছিল না। মিনার না থাকায় ২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৫ চতুর্থ বুনিয়াদি কোর্স উদ্বোধন উপলক্ষে পিএটিসি পরিদর্শনকালে রাষ্ট্রপতি এরশাদ সাহেব আমার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হন। সবার সামনে বললেন, "আপনাকে আমি ধার্মিক বলেই জানি। কিন্তু আপনি মসজিদের নামে কি বানিয়েছেন? দেখে মনে হয় একটি গীর্জা বানিয়েছেন। মিনার ছাড়া কোন মসজিদ হয় নাকি?"

৫.৫ তাঁর এই অনুভূতির জন্য আমি তাঁর প্রতি অবশ্যই শ্রদ্ধাশীল। মিনার তৈরিতে আমার কোন উৎসাহ ছিল না। আমাদের নবীর (সঃ) মূল মসজিদে কোন মিনার ছিল না। সাহাবীদের আমলে কোন মিনার তৈরী হয়েছিল বলে মনে হয় না।

৫.৬ আমি যোগ দেওয়ার পরে পিএটিসিতে বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে বৃক্ষরোপণের একটা ধুম পড়ে যায়। চারা লাগাবার জন্যে সাড়ে তিন শত নতুন কোদাল ক্রয় করা হয়। প্রশিক্ষণার্থী, প্রশিক্ষক, কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং তাদের ছেলে মেয়েরাও গাছের চারা লাগাতে থাকেন। নতুন লাগানো এত চারা দেখে রাষ্ট্রপতি অবশ্যই তার লাগানো বকুল গাছের কথা স্মরণ করবেন বলে আমার সহকর্মীদের অনেকে মন্তব্য করেন। তিনি যদি বকুল গাছটির ঝড়ে ভেঙ্গে যাওয়া স্বাভাবিক ঘটনা বলে ধরে নেন, তবে রক্ষা। তা না হলে পিএটিসির স্বার্থ বিঘ্নিত হবে বলে বিজ্ঞজন অভিমত প্রকাশ করেন।

৫.৭ অনেক ভেবে চিন্তে ঠিক করা হলো রাষ্ট্রপতি যে জায়গায় বকুল গাছ লাগিয়েছিলেন সেখানে একটি আমগাছ অথবা পাওয়া গেলে একটি বকুল গাছ লাগিয়ে দেওয়া হোক। কথাটি আমার পছন্দ হল। অনেকে এর বাস্তবায়ন সম্পর্কে ছিলেন শংশয়ী। কিন্তু আমি ছিলাম অনেকটা নিশ্চিত।

৫.৮ বড় গাছ যে ক্রেনের সাহায্যে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে লাগানো সম্ভব, তা আমি ম্যানিলাতে দেখে এসেছি। এদেশে এ ব্যবস্থা এখনও প্রবর্তিত হয়নি। ভাবলাম ৫–৬ বছরের বকুল গাছ অন্য জায়গা থেকে তুলে এনে যদি লাগানো যায়, তাহলে স্বহস্তে রোপিত বকুল বৃক্ষটির মৃত্যুযন্ত্রণার কথা ভেবে রাষ্ট্রপতিকে কষ্ট পেতে হবে না।

খোঁজ করতে লাগলাম কোথায় ৫–৬ বছর বয়সের বকুল গাছ পাওয়া যায় এবং মালিক তা বিক্রি করতে সম্মত আছেন। অবশেষে খোঁজ পাওয়া গেল। সাভার লাইভস্টক অফিসার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে অনেকগুলি বকুল গাছ আছে। ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ জনাব শামসুল আবেদীন সাহেব আমার অতি শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি।

৫.৯ আমাদের মানসিক সমস্যার বিষয় শুনে শামসুল আবেদীন সাহেব রাজি হলেন একটি বকুল গাছ দান করতে, যখন ইচ্ছা নিয়ে যেতে পারি। ৫–৬ বৎসরের একটি বকুল গাছ প্রচুর মাটিসহ তুলে আনা এবং অন্য জায়গায় নিয়ে জীবিত রাখা কতটুকু সম্ভব তা নিয়ে প্রশ্ন উঠলো। আমি কর্মকর্তাদেরকে বললাম ১০ মন মাটিসহ যদি নিয়ে আসতে পারো, গাছটি ভ্রমণের আনন্দ পাবে, গাছের মূল টের পাবে না। অন্তত মরে যাওয়ার মতো ব্যথা পাবে না।

৫.১০ সাভার লাইভস্টক ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের বাগানের বকুল গাছটি চারদিকে আড়াই হাত করে মোট ৫ হাত মাটিসহ বিশেষ ব্যবস্থায় ঠেলাগাড়ীতে তুলে ঠেলে নিয়ে আসা হলো বাংলাদেশ লোক–প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চত্বরে। গাছটি লাগানো হলো। ভাগ্য ভালো, গাছটি টিকে গেল।

## ৬.০ উপসংহার

সাবেক রাষ্টপতি যদি কখনও লোক–প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আসেন, নতুন গাছটি দেখে হয়তো ভাববেন, এটি আমার সেই প্রিয় বকুল গাছ। কিন্তু আসল সত্য হলো পিএটিসির বর্তমান বকুল গাছটি লক্ষ টাকার স্মৃতিধন্য একটি নকল বকুল গাছ। আমাদের দেশে অনেক কিছুই নকল হয়। একটি বকুল গাছ নকল হলেই বা তেমন কি আসে যায়?

পিএটিসিতে যত গাছ বর্তমানে দেখা যায় তার অধিকাংশই সরকারের অর্থ বরাদ্দে ব্যয়িত গাছ নয়। বরং পিএটিসির কর্মকর্তা/কর্মচারী/প্রশিক্ষণার্থীদের শ্রমের মাধ্যমে লাগানো গাছ। এগুলির জন্য তাদের অনেকের দরদ আছে। অন্ততঃ যে গাছ যিনি নিজের হাতে লাগিয়েছেন সেই গাছটির জন্য তাঁর দরদ আছে।

# বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

## কর্তৃক প্রকাশিত বইয়ের তালিকা

| ক্রমিক নং | শিরোনাম ও লেখক | প্রতি কপির দাম | কমিশনসহ প্রতি কপির দাম |
|---|---|---|---|
| 1. | বাংলাদেশ লোক–প্রশাসন পত্রিকা | ৪০/০০ | টাকা ঃ ২০/০০ |
| 2. | বাংলাদেশ পাবলিক এ্যাডমিনিষ্টেশন জার্নাল | ৪০/০০ | টাকা ঃ ২০/০০ |
| 3. | লোক প্রশাসন সাময়িকী | ১৫/০০ | টাকা ঃ ৭/০০ |
| 4. | Post-entry Training in Bangladesh Civil Service: The Challenge & Response | 40/00 | Tk. 20/00 |
| 5. | Career Planning in Bangladesh | 120/00 | Tk. 60/00 |
| 6. | Co-ordination in Public Administration in Bangladesh | 100/00 | Tk. 50/00 |
| 7. | বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে মহিলা | ১২০/০০ | টাকা ঃ ৬০/০০ |
| 8. | Sustainability of Project For Higher Agricualtural Education | 40/00 | Tk. 20/00 |
| 9. | Approaches to Rural Health Care: A Case Study of Ganoshasthaya Kendra | 40/00 | Tk. 20/00 |
| 10. | Sustainability of Rural Development Projects: A Case Study of Rural Development Project in Bangladesh | 40/00 | Tk. 20/00 |
| 11. | Sustainability of Primary Education Project in Bangladesh | 40/00 | Tk. 20/00 |
| 12. | Handbook for the Magistrates | 100/00 | Tk. 50/00 |
| 13. | A Study of the use of Computer | 50/00 | Tk. 25/00 |
| 14. | সামাজিক গবেষণা পদ্ধতি | 125/00 | Tk. 62/50 |